বর্ষ ৪ | সংখ্যা ১৪ | বৈশাখ ১৪২৯ | এপ্রিল ২০২২

সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে
অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ
মাননীয় উপাচার্য, বিএসএমএমইউ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়-এর মাসিক নিউজলেটার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক মুখপত্র

বিএসএমএমইউকে দেহ দান করলেন বরেণ্য আবৃত্তিশিল্পী হাসান আরিফ

সদ্য প্রয়াত আবৃত্তিশিল্পী, সংগঠক ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক হাসান আরিফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে (বিএসএমএমইউ) মরণোত্তর দেহ দান করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে প্রয়াত এ শিল্পীর দেহ গ্রহণ করেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ।

শনিবার (২ এপ্রিল ২০২২ খ্রি) দুপুর ২ টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে এ দেহ দান সম্পন্ন হয়। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহদে, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, এনটামি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. লায়লা আনজুমান বানু, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাবেক সভাপতি নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হাসান আরিফের পরিবারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন তাঁর বোন রাবেয়া রওশন তুলি।

এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, এমন একটি মহৎ কাজ করার জন্য আল্লাহ্ তাল্লা যাতে তাকে (হাসান আরিফ) জান্নাত দান করেন। হাসান আরিফ জীবিত থাকার অবস্থায় দেশের মানুষের জন্য কাজ করেছেন। মৃত্যুর পরও তাঁর দেহের মাধ্যমে দেশে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরি করব। এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ যে সেবা দেবে তা তাঁর জন্য সদকায়ে জারিয়া হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর এ অবদানকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। ভবিষ্যতেও এমহৎ কাজে যারা আগ্রহী হবেন তাদেরকে এ বিষয়ে সব ধরণের সহযোগীতা প্রদান করবেন বলেও জানান উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ।

হাসান আরিফের বোন রাবেয়া রওশন তুলি বলেন, আমি আপনাদের সকলের কাছে পরিবারের পক্ষে কৃতজ্ঞ। আমি বোন হিসেবে, আমি আইনগতভাবে অনেক বছর ধরে তাঁর দায়িত্বপ্রাপ্ত। ওর দেহ সঠিকভাবে, সঠিক জায়গায় পৌঁছাতে সবাই সহযোগীতা করেছেন। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমি ও আমার পরিবার কৃতজ্ঞ।

শুক্রবার (১ এপিল) দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে হাসান আরিফ ৫৭ বছর রাজধানীর একটি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। গত ডিসেম্বরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ফুসফুস ও কিডনির নানা জটিলতা নিয়ে দীর্ঘ সময়িক চকিৎসাধীন ছিলেন এই আবৃত্তিজন। এরআগে দুপুর ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত হাসান আরিফের মরদেহ রাখা হবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্ব সাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাখা হয়। এরপর জোহরের নামাজের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানজা শেষে দুপুর ২ টায় হাসান আরিফের লাশবাহী গাড়ি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পৌঁছায়। এরপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার ফুল দিয়ে হাসান আরিফের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

“বাংলার উর্বর মাটিতে যেমন সোনা ফলে, ঠিক তেমনি পরগাছাও জন্মায়।”
-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ আরো আগেই একটি উন্নত দেশে পরিনত হতো।”
-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিএসএমএমইউতে বিশ্ব অটিজম দিবসের র‍্যালি

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে বিএসএমএমইউতে অনারারি শিক্ষক হওয়ার প্রস্তাব

অটিজম শিশুরা যদি সঠিক পরিচর্যা পান তারা অনেক স্বাভাবিক শিশুর থেকেও বেশী সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠেন: উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

‘এমন বিশ্ব গড়ি, অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিভা বিকশিত করি’ স্লোগানকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০২২ পালিত হয়েছে। রোববার (৩ এপ্রিল ২০২২ খ্রি) সকাল ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে দিবসটি উপলক্ষ্যে এক র‍্যালির আয়োজন করে ‘ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক নিউরোডিসঅর্ডার এন্ড অটিজম (ইপনা)’। র‍্যালিটি প্রশাসনিক ভবনের (বি ব্লক) সামনে থেকে শুরু হয়ে বটতলা, টিএসসি, ডি ব্লক অতিক্রম হয়ে এফ ব্লকে গিয়ে শেষ হয়।

র‍্যালিতে প্রধান অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা দেখা গেছে প্রতি ১০ হাজার শিশুর মাঝে ১৭ জন অটিজম সংক্রান্ত বিশেষ বৈশিষ্টসম্পন্ন রয়েছে। আমাদের এখানে অটিজম নিয়ে শিক্ষা- প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা ও গবেষণার সুয়োগ রয়েছে। তাই তাদের নিয়ে কেউ দুশ্চিন্তা না করে এই সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। অভিভাবকদের সচেতনতার উদ্দ্যেশে উপাচার্য বলেন, শিশুর আচরণ কিংবা

বাকি অংশ পৃ-৪, কলাম-১

বিএসএমএমইউতে অটিজম সচেতনতায় বৈজ্ঞানিক সেমিনার অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) অটিজম সচেতনতায় 'ডিফারেন্টশিয়াল ডায়াগোসিস অফ স্পিচ ডিলেস- ডক্টর সুড নো' শীর্ষক বৈজ্ঞানিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার ৪ এপ্রিল ২০২২ খ্রি দুপুর ১২ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ই ব্লকের সেমিনার কক্ষে এর আয়োজন করে ইনস্টিটিউট অফ পেডিয়াট্রিক নিউরোডিসঅর্ডার এন্ড অটিজম (ইপনা)।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বেশ কিছু দিন আগেও দেশে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুরা অবহেলিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সুযোগ্য কন্যা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ সায়মা ওয়াজেদের উদ্যোগের ফলে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুরা অনেক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। তাদের জীবন যাপনের মানোন্নয়নে জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রতিনিয়ত উদ্যোগ নিচ্ছেন।

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত উদ্যোগ তুলে ধরে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুরা আর অস্বাভাবিক থাকবে না। বর্তমান সরকার প্রধানের উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে তারা সম্পদে পরিণত হবে। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ সায়মা ওয়াজেদ পুতুল এসবের দেখভাল করছেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিছু প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এসব বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের যত্ন নিচ্ছেন। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইপনা প্রথম স্থানে রয়েছে।

অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মহানুভবতার কারণেই সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বধির শিশুরা ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্টের মাধ্যমে তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারছে। প্রত্যেক বধির শিশুর জন্য প্রায় অর্ধকোটি টাকা মূল্যের এই মহতী চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে। ফলে যেসব মা বাবা কোনদিন সন্তানের মুখে মা বাবা ডাক শুনতে পাননি; তারা মা বাবা ডাক শুনতে পারছেন।

সেমিনারে সম্মানিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ সপু। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন শিশু নিউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান ও ইপনার উপ পরিচালক অধ্যাপক ডা. গোপেন কুমার কুন্ডু। সেমিনারে অনলাইনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভারতের ডেভলপমেন্টাল পেডিট্রিশিয়ান ডা. লীরা লোবো ও ডা. মনিষা মুখিজা। এছাড়া সেমিনারে ইপনার উপ পরিচালক (একাডেমিক) সহযোগী অধ্যাপক ডা. কানিজ ফাতেমা, শিশু নিউরোলজিস্ট ডা. মাজহারুল মান্নান প্রমুখসহ উক্ত বিভাগের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহব্যাপী ৪ এপ্রিল বৈজ্ঞানিক সেমিনার, ৫ এপ্রিল অটিজম বৈশিষ্টসম্পন্ন শিশুদের জন্য ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প, ৬ এপ্রিল অভিভাবক প্রশিক্ষণ থেরাপীর আয়োজন করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইপনা।

দেশের প্রথম সুপার স্পেশাইলজড হাসপাতালের উদ্বোধনী দিনে বাংলাদেশ ও কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রীর স্বশরীরে উপস্থিতি প্রত্যাশা করছি: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীনে চালু হতে যাওয়া দেশের প্রথম সেন্টার বেইসড ৭৫০ শয্যা বিশিষ্ট সুপার স্পেশাইলসড হাসপাতালের উদ্বোধনী দিনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী কিম বু-কিয়ামের স্বশরীরে উপস্থিত থাকার প্রত্যাশা করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। সোমবার সকাল ১০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে 'সুপার স্পেশাইলজড হাসপাতাল পরিচালন ও বিবিধ বিষয়ে একটি মত বিনিময় সভায় তিনি এ প্রত্যাশা ব্যাক্ত করেন। চলতি বছরের মে মাসের মধ্যে এই হাসপাতাল উদ্বোধনের পরিকল্পনা রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের প্রকল্প এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল। রোগীদের সেবার স্বার্থে যা যা করণীয় আমার প্রশাসন তাই করবে। হাসপাতাল পরিচালনা নির্বিঘ্ন রাখতে দক্ষ জনবল নিয়োগ করা হবে। রোগীদের সেবার জন্য ইতোমধ্যে এই হাসপাতালের অনেক চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা কোরিয়ায় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। অনেকে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় আছেন। এই বাইরেও আমরা বিদেশী দক্ষ জনবল এখানে নিয়োগ করা যায় কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছি। সভায় উপস্থিত বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকরা সুপার স্পেশালাইজড এ হাসাপাতাল পরিচালনার বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে বিভিন্ন সুপারিশ করেন। বিশেষজ্ঞদের এ সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান সভার সভাপতি উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) 'আউটকাম বেইসড কারিকুলাম (মেডিসিন ফ্যাকাল্টি)' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে 'ইনিস্টটিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসসি)' এ কর্মশালার আয়োজন করেন। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ। এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ গবেষণার উপর গুরুত্বআরোপ করেন। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আইকিইউএসি'র পরিচালক অধ্যাপক ডা. জেসমিন বানু। এছাড়াও রিসোর্স বক্তা হিসেবে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. চৌধুরী মেশকাত আহমেদ এবং আইকিইউএসি'র অতিরিক্ত পরিচালক সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারহীন হাসান বক্তব্য রাখেন। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবিঃ মোঃ আরিফ খান। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার ও সুব্রত মন্ডল।

স্বাস্থ্যবীমা চালু হওয়া উচিত, দুর্গম এলাকায়
রোগীর সেবায় এয়ার এম্বুলেন্স ব্যবস্থা প্রয়োজন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সত্যিকার অর্থেই ভ্যাকসিন হিরোঃ মাননীয় উপাচার্য

'সুরক্ষিত বিশ্ব, নিশ্চিত স্বাস্থ্য' এই প্রতিপাদ্যকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার ৭ এপ্রিল ২০২২ খ্রি. বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন বি ব্লকের সামনে থেকে এ শোভাযাত্রা শুরু হয়। শোভাযাত্রাটি প্রশাসনিক ভবনের সামনের গোল চত্বর প্রদক্ষিণ করে বটতলা হয়ে এ ব্লকের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

শোভাযাত্রায় প্রধান অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। করোনা প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম এবং সারাবিশ্বে আমাদের বাংলাদেশের অবস্থান ২৬তম। আমরা একদিনে ১ কোটি ২০ লক্ষ লোককে ভ্যাকসিন দেবার সক্ষমতা অর্জন করেছি। এজন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সত্যিকার অর্থেই ভ্যাকসিন হিরো। জনগণের স্বাস্থ্যসেবা দেবার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, সবার স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্যবীমা চালু হওয়া উচিত। আমাদের দেশে এখনো হার্ড টু রিচ এড়িয়া অর্থাৎ যে দুর্গম এলাকা রয়েছে, সেখানে রোগীর চিকিৎসায় এয়ার এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ সমস্ত জায়গায় যারা চিকিৎসা সেবা দেবেন; তাদের জন্য ইনসেনটিভ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

দেশে আরো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বাড়ানোর তাগিদ দিয়ে উপাচার্য বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি লাখে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক বিষয়ে সে সংখ্যক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই। এ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরির প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের কোর্সে শিক্ষার্থীদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি। নতুন নতুন কোর্স খুলেছি। ডেন্টাল, ফরেনসিক মেডিসিনের মত বিভাগে প্রোস্ট গ্রাডুয়েশনের চালু করেছি। উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে এমন একটি ভূমিকা রাখবে যাতে আমরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুনাম অর্জন করতে পারি।

উপাচার্য বলেন, সুপেয় ও বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিত করতে হবে। জীবনে ডিসিপ্লিন মেনে চলা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকা, নিয়মিত ব্যায়াম, সুষম খাদ্যের প্রতি গুরুত্ব দেবার পাশাপাশি ধুমপানের মত অপ্রয়োজনীয় অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে।

উপাচার্য আরো বলেন, ইপিআইয়ের মাধ্যমে দেশে অনেক রোগকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছি। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে সকলকে সচেতন করতে পারি।

'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ এপনিয়া' বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

স্লিপ এপনিয়া রোগ সম্পর্কে মানুষকে জানাতে হবে: উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ
চিকিৎসকদের উচিত রোগীর ঘুমের হিস্ট্রি নেয়া: অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) নীরব ঘাতক রোগ 'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ এপনিয়া' বিষয়ক শীর্ষক সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (১০ এপ্রিল ২০২২ খ্রি) সকাল ৯ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লকের মিলনায়তনে সেন্ট্রাল সেমিনার সাব কমিটি এর আয়োজন করে।

সেমিনারে বলা হয়, ঘুমের মধ্যে কিছু সম য়র জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়াকে বলা হয় স্লিপ এপনিয়া। চিকিৎসকেরা মনে করেন এ রোগ মানুষের জন্য একটি নীরব ঘাতক। এই রোগে ঘুমের মধ্যে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সেমিনারে ওঠে আসে যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ২ ভাগ মহিলা থেকে ৪ ভাগ পুরুষ এ রোগে আক্রান্ত। বাংলাদেশে শহুরে জনসংখ্যার শতকরা পুরুষ ৪.৪৯ ভাগ ও মহিলারা ২.১৪ 'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ এপনিয়া' রোগে আক্রান্ত।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, যাদের নাক ডাকার সমস্যা, যাদের ঠিক মত ঘুম হয় না, যারা শরীর স্থূলাকার, তারা এ ধরণের রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারেন। এ রোগের চিকিৎসা রয়েছে। ক্ষেত্রে বিশেষে কোন কোন রোগীর সার্জারির প্রয়োজন হয়। স্লিপ এপনিয়া রোগ সম্পর্কে মানুষ জানে না। তাদের এ রোগ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এ রোগের পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা হয়। এ ধরণের লক্ষন দেখা দিলেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে চিকিৎসা নেবার পরামর্শ দেন উপাচার্য।

এছাড়াও সেমিনারে স্পিকার হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন বলেন, স্লিপ এপনিয়া সারাবিশ্বের একটি অবহেলিত ঘাতক ব্যাধি। তবে এখনো স্লিপ এপনিয়ায় শতকরা ৯০% রোগী চিকিৎসার আওতার বাইরে। আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন রোগের চিকিৎসা রয়েছে। আমাদের দেশে এই রোগ সম্পর্কে চিকিৎসক ও রোগীদের মধ্যে আরও সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের এখানে দুটি স্লিপ ল্যাব রয়েছে। গত পাঁচ বছর এখান থেকে আমরা স্লিপ এপনিয়া রোগীদের চিকিৎসা দিয়ে আসছি।

চিকিৎসকদের উদ্দেশ্য অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন বলেন, স্লিপ এপনিয়ার সচেতনার লক্ষে প্রত্যেক চিকিৎসককে সচেতন হতে হবে। সচেতনার জন্য প্রত্যেক চিকিৎসকের উচিত রোগীর হিস্ট্রির নিতে হবে। কম করে হলেও মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড সময় বেশী ব্যয় করে চিকিৎসকদের উচিত রোগীর ঘুমের হিস্ট্রি নেয়া। এ রোগের ফলে মানুষের রেসপিরটারি, স্ট্রোক, হার্ট এটাক কার্ডিয়াক ফেলিউরের মত জটিল রোগ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন। সেমিনারে স্পিকার হিসেবে আরও বক্তব্য রাখেন নাক কান গলা বিভাগের অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান তরফদার। সেমিনারে রেসপিরেটরি মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সম্প্রীতি ইসলামের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন সেন্ট্রাল সেমিনার সাব কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডা. মো. বেলায়েত হোসেন সিদ্দিকী। সেমিনারে বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক ও চিকিৎসকরা অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

বিশ্ব পারকিনসন্স দিবস পালিত

স্ট্রোক আক্রান্ত রোগীদের সেবায় এয়ার এম্বুলেন্স চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে: উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) বিশ্ব পারকিনসন্স দিবস-২০২২ পালিত হয়েছে। সোমবার (১১ এপ্রিল ২০২২ খ্রিঃ) সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দিবসটি উপলক্ষ্যে র‍্যালি, সচেতনামূলক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। র‍্যালিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ব্লকের সামনে থেকে শুরু হয়ে টিএসসি, বটতলা প্রদক্ষিণ করে প্রশাসনিক ভবন বি ব্লকের সামনে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ দিবসের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। র‍্যালি শেষে বিএসএমএমইউ উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বক্তব্যে বলেন, স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার পদক্ষেপের ফলে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসূচকে আন্তর্জাতিক মহলে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আগে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ছিল ৪৭ বছর। এখন এদেশের মানুষের গড় আয় প্রায় ৭৩ বছর।

বিএসএমএমইউ উপাচার্য বলেন, ষাটোর্ধ্ব মানুষের কাঁপুনী রোগ পারকিনসন্স রোগ হয়। এ ধরণের রোগীরা যদি হেলা করে, যদি বেশী করে সিগারেট খায়, তবে এটির পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে। তাই ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিরা নিয়মিত শারিরীক ব্যায়াম করবে, ডায়েট কন্ট্রোল করবে, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখবে। সেই সঙ্গে কাঁপুনি হওয়ার সাথে সাথেই নিউরোলজিস্টদের সাথে যোগাযোগ করবে এবং চিকিৎসা নিবে। বাংলাদেশে প্রতি ১ হাজার জন লোকের মধ্যে ৩ জন লোক এ রোগে আক্রান্ত। এ রোগে যারা আক্রান্ত হয়েছেন; তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে চিকিৎসা নিন।

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, নিউরোলজিক্যাল রোগীদের সেবার জন্য আমরা ইতোমধ্যে স্ট্রোক সেন্টার চালু করেছি। যেটি বাংলাদেশে আর কোথাও নেই। যদি স্ট্রোক আক্রান্ত রোগীরা সঠিক সময়ে এ সেন্টারে আসে, তবে তাদের জীবন রক্ষা করতে পারব। স্ট্রোক আক্রান্ত রোগীদের সেবায় ভবিষ্যতে এয়ার এম্বুলেন্স চালু করার জন্য আমরা পরিকল্পনা করছি। র‍্যালি শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে মুভমেন্ট ডিজঅর্ডার সোসাইটি অব বাংলাদেশের উদ্যোগে "পারকিনসন্স রোগ: রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী" বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও সচেতনামূল ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার সোসাইটি অফ বাংলাদেশের আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. হাসান জাহিদুর রহমান, সদস্য সচিব অধ্যাপক ডা. আহসান হাবীব হেলাল, সোসাইটি অফ নিউরোলজিস্ট অফ বাংলাদেশের সভাপতি অধ্যাপক ডা. ফিরোজ আহমেদ কোরাইশী এবং সাধারণ সম্পাদক বিএসএমএমইউ নিউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আবু নাসার রিজভী বক্তব্য রাখেন।

বিএসএমএমইউতে বিশ্ব অটিজম দিবসের র‍্যালি

চলাফেরায় কোন ধরনের অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখতে পান, তবে কালক্ষেপণ না করে দ্রুত আমাদের এখানে নিয়ে আসবেন। আমরা শিশুদের দ্রুত স্ক্রিনিং করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবো। শিশু যদি অটিজম আক্রান্ত হয় তবে কেউ মন খারাপ করবেন না। স্টিফেন হকিন্সের মত বিশ্বের বড় বড় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের অনেকেই অটিজম আক্রান্ত বিশেষ শিশু ছিলেন। অটিজম শিশুরা যদি সঠিক পরিচর্চা পান তবে তারা অনেক স্বাভাবিক শিশুর থেকেও বেশী সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠেন। অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সুযোগ্য কন্যা, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ, স্কুল সাইকোলজিস্ট, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক এ্যাডভাইসরি প্যানেলের বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশের অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি জনাব সায়মা ওয়াজেদ হোসেন পুতুল আমাদের এখানে ইপনায় অনারারি শিক্ষক হিসেবে যোগদানের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। অটিজম আক্রান্ত বিশেষ শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য বিগত সময়ের চেয়ে বেশী উদ্যোগ নেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদও জানান উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ।

-প্রথম পৃষ্ঠার পর

জার্নাল কমিটির সঙ্গে বিএসএমএমইউ মাননীয় উপাচার্যের

সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

সক্রিয় গবেষকদের অন্তর্ভূক্তিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বৃদ্ধির তাগিদ মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মহোদয়ের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নাল কমিটির সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (১২ এপ্রিল ২০২২ খ্রিঃ) বেলা ১১ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয়ের কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় জার্নাল কমিটিতে সক্রিয় গবেষকদের অন্তর্ভূক্তিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা বৃদ্ধির জন্য সদস্যদের জার্নাল কমিটির বোর্ডের এডিটর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডা. আহমেদ। কমিটির বিভিন্ন মতামত

তাগিদ দেন এডিটোরিয়াল ইন চিফ ও মাননীয় উপাচার্য মোঃ শারফুদ্দিন পাশাপাশি গবেষকদের গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন উপাচার্য মহোদয়।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নাল কমিটির এক্সিকিউটি এডিটর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, জার্নাল এডিটোরিয়াল বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক ডা. মোঃ রাজীবুল আলম, পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিকুল হক, এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. শাহজাদা সেলিম উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবস পালন

'হিমোফিলিয়া কম্প্রিহেনসিভ কেয়ার সেন্টার' নির্মাণ করা হবে: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

'সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সুনিশ্চিত চিকিৎসা' স্লোগানকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) বিশ্ব ফিমোফিলিয়া দিবস পালিত হয়েছে।শনিবার (১৬ এপ্রিল) দুপুর ১২ বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ব্লকের সামনে দিবসটি উপলক্ষ্যে র‍্যালি ও শহীদ ডা. মিল্টন হলে এক সেমিনারের আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয়েল হেমাটোলজি বিভাগ। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বিশ্ব হিমোফিলিয়া ফেডারেশনের বার্ষিক সার্ভে ২০২০ এর মতে বিশ্বে প্রতি লক্ষ নবজাতক পুরুষ শিশুদের মধ্যে ২৪.৬ জন হিমোফিলিয়া এ এবং ৫ জন হিমোফিলিয়া বি রোগে আক্রান্ত। যার মধ্যে ৯.৫ জন হিমোফিলিয়া এ এবং ১.৫ জন হিমোফিলিয়া বি তে আক্রান্ত শিশুরা তীব্র মাত্রার রোগে আক্রান্ত।

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ২২০০ এর ও বেশি হিমোফিলিয়া রোগী রেজিস্টার্ড হয়েছেন। বাকী আরো ১৪ হাজারের মত রোগী রেজিস্ট্রার্ডের বাইরে রয়েছে। রেজিস্টার্ডের বাইরের রোগীদের আগামী এক বছরের মধ্যে রেজিস্ট্রার্ড করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলোজি বিভাগকে নির্দেশনা দেন উপাচার্য।

বিএসএমএমইউ উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে হিমোফিলিয়া রোগীর চিকিৎসায় 'হিমোফিলিয়া কম্প্রিহেনসিভ কেয়ার সেন্টার' নির্মাণ করা হবে। এখানে অর্থপেডিক্স সার্জন থাকবে, ইএনটি সার্জন থাকবে, জেনারেল সার্জন থাকবে নিউরোলজিস্ট থাকবে। এ চিকিৎসায় সকলকে নিয়ে কাজ করতে চাই। অনুষ্ঠানের সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজী

বাকি অংশ পৃ-৭, কলাম-১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

বিশ্ব কণ্ঠ দিবস পালিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) বিশ্ব কণ্ঠ দিবস-২০২২ দিবস পালিত হয়েছে। শনিবার (১৬ এপ্রিল ২০২২খ্রিঃ) সকাল ১০ টায় দিবসটি উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন বি ব্লকের সামনে শোভাযাত্রা ও শহীদ ডা. মিলন হলে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে নাক কান গলা বিভাগ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএসএমএমইউ'র সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত, এমপি।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত বলেন, সাগর রুনির হত্যাকাণ্ডের সময় যদি অপরাধীর কণ্ঠ রেকর্ড করা থাকতো তবে তদন্তকারীর কাজ ৮০% হয়ে যেত। যেমন একজন বাচ্চার ভয়েস কখনো এডাল্টের মতো না। একজন যুবক ছেলে ও একজন যুবতী মেয়ের ভয়েস এক রকম না। একজন দাদি ও একজন দাদুর ভয়েস এক রকম না। অর্থাৎ কারো ভয়েস কারো মত না। তিনি বলেন, প্রতিটি দিবসের সচেতন পেশাজীবীদের কাজ হলো করা। প্রথমে সচেতন করা। তিনি বলেন, মোবাইলে যত কম কথা বলা যায় ততই ভাল। অনুষ্ঠানে বিশ মিনিটের বেশী বক্তৃতা করা ভাল না। মোবাইলে ত্রিশ সেকেন্ডের বেশী কথা বলা ঠিক না। রাতে ঘুমানোর আড়াই ঘণ্টা আগে খেতে হবে। সকালে ও রাতে গরম পানি খেলে গলা ভাল থাকে। কোন ৪০ বছর বয়সের ব্যক্তি যদি ১৫ দিনের বেশী গলা ভেঙ্গে থাকে তাকে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

অনুষ্ঠানেরর সভাপতির বক্তব্যে বিএসএমএমইউর উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, খালি পেটে গরম পানি খেলে গলা পরিস্কার হলেও চোখের গ্লুকোমা হতে পারে। কিছু খেয়ে গরম পানি খাওয়া উচিত। আমরা ঠাণ্ডা পানি, এলকোহল খাবো না। মানুষ যেন ঠিকমত কণ্ঠের ব্যবহারে আরো যত্নশীল হয়। একটানা বিশ মিনিটের বেশী কথা বলা উচিত না। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের একটানা বেশী জোড়ে কথা না বলে আস্তে আস্তে কথা বলা উচিত। কণ্ঠের যেকোন ধরণের সমস্যার সুচিকিৎসা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে। কণ্ঠের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে যত ধরণের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

থোরাসিক, প্লাস্টিক ও ভাস্কুলার সার্জারির সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে হচ্ছে বিশ্বমানের কার্ডিয়াক সেন্টার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা ও নির্দেশনানুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) হচ্ছে ৫০০ শয্যার বিশ্বমানের 'ইনিস্টিটিউট অব কার্ডিও ভাস্কুলার সাইন্স এন্ড রিসার্চ। এ উপলক্ষ্যে আজ রোববার ১৭ এপ্রিল ২০২২ খ্রি তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে ' ইউনিভার্সিটি কার্ডিয়াক সেন্টার উন্নয়ন কমিটি'র গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বিএসএমএমইউর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ব্লকের এক থেকে ছয় তলা পর্যন্ত (৫ম তলা ব্যতীত) কাডির্য়াক সেন্টার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে যত দ্রুত সম্ভব সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তিনি আরো জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যামান থোরাসিক সার্জারি, প্লাস্টিক সার্জারি, ভাস্কুলার সার্জারি ইত্যাদির সার্বিক উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থাও নেয়া হবে। হৃদরোগ বিভাগের অধ্যাপক ডা. এসএম মোস্তফা জামানের সঞ্চালনায় ও হৃদরোগ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. একে এম ফজলুর রহমান সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) ও শিশু কার্ডিওলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোস্তাফিজুর রহমান রতন, ভাস্কুলার সার্জারি বিভাগের চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ সাইফ উল্লাহ খান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বিএসএমএমইউর মাননীয় উপাচার্যের সাথে জাপানী প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাৎ

অতিরিক্ত এন্টিবায়োটিকে ২০৫০ সালে কোভিডের চেয়ে বেশী সংকটে পড়বে দেশ: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকার করেছেন জাপানী তোমাকিই বায়ো লিটিমেটেড, তোমাকিই ইন্ডাসট্রিয়াল কোপানি লিমিটেড ও ওকোহামা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তারা। সোমবার বেলা ১১ টায় (১৮ এপ্রিল ২০২২ খ্রি) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কক্ষে এ সৌজন্য সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষাৎকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ ও পাবলিক অধ্যাপক ডা. মারুফ হক খান, জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. লিমিটেডের নির্বাহী ব্যবস্থাপক নাকাহার জেনারেল ম্যানেজার ইমাই জুনইয়া উপস্থিত ঐতিহ্য, পারস্পারিক সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের চিকিৎসা উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ব্যক্ত করেন উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বন্ধুত্ব। জাপান বাংলাদেশের উন্নয়নের সঙ্গী। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের থেকে কাঁচপুর পর্যন্ত দ্বিতীয় মেট্রোরেলও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে ক্লিনিকাল আলোচনা করা হয়। তবে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ সংশ্লিষ্ট বিভাগ নিয়ে জানান। জাপান প্রতিনিধি দলের সাথে আলাপকালে বিএসএমএমইউ উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের কারণে ২০৫০ সালে করোনাভাইরাসের চেয়ে বেশী সংকটে পড়বে দেশ। মাত্রাতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে আগামী ২০৫০ সালে দেশে করোনাভাইরাসে মৃত্যুর চেয়ে দ্বিগুণ মানুষ মৃত্যু হতে পারে। সকলের স্বার্থে মাত্রা অতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক ব্যবহার রোধ করতে হবে। যততত্র এন্টিবায়োটিক বিক্রি বন্ধ করতে হবে। রেজিস্ট্রার্ড চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া যাতে কোন ফার্মাসী এন্টিবায়োটিক ঔষধ বিক্রি করতে না পারে, সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গকে এগিয়ে আসতে হবে।

হেলথ এন্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগের সহকারী প্রতিনিধি দলের পক্ষে ওকোহামা মেহরুবা, তোমাকিই ইন্ডাসট্রিয়াল কোম্পানি সন্তোষী, তোমাকিই বায়ো লিটিমেটের ছিলেন। সৌজন্য সাক্ষাৎকালে উভয় দেশের অতীত ইতিহাস উঠে আসে। উভয় দেশের মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ভূমিকা রাখার প্রত্যয় শারফুদ্দিন আহমেদ। উপাচার্য অধ্যাপক ডা. বাংলাদেশের সাথে জাপানের দীর্ঘকালের জাপান সরকারের সহায়তায় বর্তমানে দেশের মেট্রোরেল চালুর অপেক্ষায় রয়েছে। গাজীপুর জাপানের সহায়তায় নির্মাণ হবে। জাপান ও ট্রায়ালসহ নানাবিধ বিষয়ে গবেষণা সম্পর্কে পেলে বিএসএমএমইউ উপাচার্য অধ্যাপক ডা. জাপানের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী বলে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

আইসিইউ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের (আইসিইউ) ব্যবস্থাপনার উপর ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯ টায় (১৯ এপ্রিল ২০২২ খ্রিঃ) বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবিন ব্লকে এ কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বিগত দুই বছর করোনা যুদ্ধ বাংলাদেশ সফলভাবে মোকাবিলা করেছে। বিশ্বের ৪২ টি দেশে ১ কোটি ২০ লক্ষের মত জনসংখ্যা আছে। করোনার সময় আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরাসরি তত্ত্বাবধানে এক দিনেই ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষকে টিকা দিয়ে রেকর্ড অর্জন করেছি। করোনা যুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার অবদানকে সারাবিশ্ব কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে। প্রশিক্ষণে অংশ নেয়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, করোভাইরাস রোধ, প্রতিকার এবং চিকিৎসায় দেশের স্বাস্থ্যখাতের বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারা বিরল ভূমিকা পালন করেছেন। সর্বাগ্রে চিকিৎসক ও নার্সেরা করোনাভাইরাস রোগীদের সেবা দিয়েছে। করোনা মহামারীর সময়ে আইসিইউতে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা অবস্মরণীয় অবদান রেখেছে। তাদের এ অবদানের কারণে অনেক মৃতপ্রায় রোগীর জীবন পেয়েছে।

কর্মশালার উদ্বোধনী দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ও এনেসথেসিয়া বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, সহকারী প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ ফারুক হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ রাসেল, এনেসথেসিয়া বিভাগের কনসালটেন্ড ডা. মোঃ আশরাফুজ্জামান সজিব প্রমুখসহ প্রশিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তিনদিন ব্যাপী এ কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের আইসিইউতে কর্মরত এনেসথেসিওলজিস্টরা অংশগ্রহণ করছেন। এ কর্মশালা আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

বিশ্ব পুষ্টি দিবসে সেমিনার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ-২০২২ উপলক্ষ্যে ''নিউট্রিশন ঃ অপরটিউনিটিস এন্ড চ্যালেঞ্জেস'' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় (২৬ এপ্রিল ২০২২খ্রিঃ) বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লকের মিলনায়তনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ নিউট্রিশন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের যত অর্জন ও সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া তার সব হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তারই সুযোগ্যকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভিশিনারী লিডার না হলে, ওই সময় ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ নিউট্রিশন গঠন করা সম্ভব হতো না। সেই সময় বসে বঙ্গবন্ধু জনগণের স্বাস্থ্যসেবা দানের নানান প্রতিষ্ঠান গড়ে দিয়ে গেছেন।

বাকি অংশ পৃ-৭, কলাম-২

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বিএনপি দেশদ্রোহী: তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ, এমপি বলেছেন, বিএনপি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। বাংলাদেশকে যাতে বিদেশী দেশগুলো সাহায্য-সহায়তা না করে, বাংলাদেশকে দেওয়া বিদ্যমান সহায়তা বন্ধ করে দেয় সেজন্য জোর অপচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এটাতো দেশদ্রোহীতার শামিল। আসলে বিএনপি দেশদ্রোহী রাজনৈতিক দল। তারা বাংলাদেশের ইতিহাস বিকৃতিতেও পটু।

বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় (২১ এপ্রিল ২০২২ খ্রিঃ) শহীদ ডা. মিল্টন হলে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন, শপথ অনুষ্ঠান-ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান মুজিবনগর সরকারের অধীনে ৪০০ টাকা বেতন পেতেন। জিয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন মাত্র। শুধু জিয়া নয় অনেকেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেকেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার কথা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার করেছিলেন। অথচ বিএনপি জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক বানানোর অপচেষ্টা করছে। এটা হলো স্কুলের দারোয়ানকে হেড মাস্টার বানানোর মতোই। তিনি আরো বলেন, বিএনপি এমনই একটি দল যারা বর্তমানেও বিভিন্ন বিষয়ে প্রকৃত তথ্য বিকৃত করছে। ক্রমাগত ইতিহাসকে বিকৃত করে চলছে। যারা ক্রমাগত প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করছে, হত্যা করছে তাদেরও বিচার হওয়া উচিত। মাননীয় তথ্যমন্ত্রী ও সম্প্রচারমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্যকর্মীদের চিকিৎসক, নার্স ও কথা উল্লেখ করে বিরাট অবদানের এমনটি একটি বলেন, বিএনপি যারা কোভিড ১৯ রাজনৈতিক দল অবদান রাখা মোকাবিলায় স্বাস্থ্যকর্মীদের চিকিৎসক, নার্স ও জন্যও ধন্যবাদ একটিবারের তারা করোনা জানায় নি। উল্টো মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা কোভিড ১৯ টিকাদান কার্যক্রম নিয়ে অপপ্রচারে লিপ্ত ছিল।

আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, মুজিবনগর সরকার হচ্ছে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম কার্যকরী সরকার। গণতন্ত্র, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ছিল এই সরকারের প্রধানতম লক্ষ্য। মুজিবনগর সরকার হলো বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জীবনের এক অবিস্মরণীয় গৌরবগাঁথা ইতিহাস। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বাঙালি জাতির চেতনাবোধকে জাগ্রত করে অভিষ্ট্য লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে চিরকাল নিরন্তর প্রেরণা দিয়ে যাবে ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকার। মাননীয় উপাচার্য আরো বলেন, বর্তমানেও দেশে স্বাধীনতা বিরোধীরা ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চলমান অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে এই ষড়যন্ত্রকারীদের বিষয়ে সতর্ক থেকে স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে হবে।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ও পরিবার এবং সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা, বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডা. এম ইকবাল আর্সলান, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের মহাসচিব অধ্যাপক ডা. এম এ আজিজ। সম্মানিত অতিথি ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য সাইমুম সরওয়ার কমল, এমপি। সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। আলোচনা সভায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, ডেন্টাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, নিউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আবু নাসার রিজভী, হেমাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সালাহউদ্দিন শাহ, ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. দেবতোষ চন্দ্র পাল, হল প্রোভোস্ট অধ্যাপক ডা. এসএম মোস্তফা জামান, সহযোগী অধ্যাপক ডা. আরিফুল ইসলাম জোয়ারদার টিটো বক্তব্য রাখেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ডা. স্বপন কুমার তপাদারের সঞ্চালনায় আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ডিনবৃন্দ, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স, টেকনোলজিস্ট, কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

স্বাচিপের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) শাখা স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার সাড়ে ৪ টায় (২৫ এপ্রিল ২০২২ খ্রিঃ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিলন হলে এ কর্মসূচির আয়োজন করে শাখা স্বাচিপ। অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন হাফেজ মাওলানা আইয়ুব আলী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বিএনপি আমলে আওয়ামী লীগের চিকিৎসকদের নিপীড়ন করা হতো। তাদের নিপীড়নে একজন চিকিৎসক তো মৃত্যুবরণ করলো। স্বাচিপ সেই অবস্থার মধ্যে ওঠে আসা সংগঠন। স্বাচিপ একটি ঐক্যবদ্ধ সংগঠন।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে শেখ হাসিনার উন্নয়ন তুলে ধরে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, ১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে তলা বিহীন ঝুড়ি বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। অথচ সেই দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশকে রোল মডেল হিসেবে বিশ্ব বাসীর সামনে তুলে ধরেছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে স্বাস্থ্যখাতকে আজকের অবস্থায় নিয়েএসেছেন। স্বাস্থ্যখাতে আগে ৮ হাজার ৩১২ জন চিকিৎসক ছিল মাত্র। সেই সংখ্যাকে জননেত্রী শেখ হাসিনা ২৫ হাজারের বেশী চিকিৎসক ক্যাডারে উন্নীত করেছেন। জননেত্রী শেখ হাসিনা বিগত ৫ বছরে ২০ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা গত দুই বছরে ১০ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা করোনা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সারা বিশ্বে ২৬তম রাষ্ট্রপ্রধান ও দক্ষিণ এশিয়ায় ১ম হয়েছেন। করোনার সময় জননেত্রী শেখ হাসিনা স্বাস্থ্যখাতে ৪১ হাজার কোটি বরাদ্দ দেন। সারাবিশ্বে মাত্র ৪টি হাসপাতাল আছে মাত্র ৩ হাজার বেডের হাসপাতাল। সুপার স্পেশালাইজড চালু হলে আমাদেরটিও হবে ৩ হাজার বেডের হাসপাতাল। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে ৫ হাজার বেডের করার পরিকল্পনা নিয়েছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা।

উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য সবাই, স্বাস্থ্যখাতকে উন্নত করার জন্য সবাই একসাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বার বার ক্ষমতায় আনার জন্য কাজ করার আহ্বান জানান অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। স্বাচিপ বিএসএমএমইউ শাখার সদস্য সচিব সহযোগী অধ্যাপক ডা. আরিফুল ইসলাম জোয়াদারের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্যে রাখেন উপ- উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, স্বাচিপের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডা. ইকবাল আর্সলান, মহাসচিব অধ্যাপক ডা. এমএ আজিজ।

বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবস পালন

বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ সালাহউদ্দীন শাহ বলেন, হিমোফিলিয়া প্রধানত বংশগত রোগ। এ রোগে শরীরে আঘাত বা কেটে গেলে রক্ত জমাট বাধা প্রলম্বিত হয়। রোগের তীব্রতা বেশি হলে আঘাত ছাড়াই রক্তপাত হতে পারে এবং অস্থিসন্ধি বা গিরায় বা মাংসপেশীতে বারবার রক্তক্ষরণ হতে পারে। তিনি হিমোফিলিয়া সকল রোগী যাতে সহজে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক, জরুরি চিকিৎসা এবং সুলভে ফ্যাক্টর, প্লাজমা এবং অন্যান্য চিকিৎসার উপকরণ পেতে পারেন এবং Multidisciplinary Team এর সমন্বয়ে Comprehensive হিমোফিলিয়া চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনসহ হিমোফিলিয়া চিকিৎসার সর্বাধুনিক সুবিধাদি সহজলভ্য করার ব্যাপারে সরকারী-বেসরকারী সকল পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার আহ্বান জানান। সেমিনারে বিশেষ অতিথি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোঃ রোবেদ আমিন হিমোফিলিয়া রোগসহ নন কমিউনিকেবল চিকিৎসায় সরকারের উদ্যোগের ঘাটতি নেই বলে জানান। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম। সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন হেমাটোলজী বিভাগের রেসিডেন্ট ডা. কাজী ফজলুর রহমান, ডা. ইসমত আরা ইসলাম ও ডা. মোঃ আমিনুর রহমান। রেসিডেন্ট ডা. নাসরিন আক্তার ও ডা. মেহনাজ আশরফের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন হেমাটোলজী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ সালাহউদ্দীন শাহ।

-চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ জন কর্মকর্তা কর্মচারী উচ্চতর গ্রেডে উন্নীত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ৪০ জন কর্মকর্তা কর্মচারী উচ্চতর গ্রেডে উন্নীত করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৬ এপ্রিল ২০২২ খ্রিঃ) সকাল ১০ টায় বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ ডা. মিল্টন হলে উচ্চতর গ্রেডে উন্নীতকরণের চিঠি উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাতে তুলে দেন।

এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বর্তমান প্রশাসনে আমরা যখন বসেছি তখন পুরাতন অনেক দিন আগের অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করেছি। আমরা চাই সবাই ভাল থাকুক। রোগীর সেবাদাতারা ভাল থাকলে রোগীদের সেবায় কোন বিঘ্ন হবে না। আমি আশা করব, আপনারা নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন। সবাই নিয়মের মধ্যে থেকে কাজ করবেন। পরকালেও এসব ভাল কাজ আপনাদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ–উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, সহকারী প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারুক হোসেন, সার্জিক্যাল অনকোলোজী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ রাসেল, সহযোগী অধ্যাপক ডা. নাজির উদ্দিন মোল্লা, উপ রেজিস্ট্রার সহকারী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ দায়িত্ব নেবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ২০ বছর ধরে কর্মরত দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক কর্মচারীদের চাকরী স্থায়ীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়।ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রায় ৯০০ কর্মচারীর চাকরী নিয়মিতকরণ করা হয়েছে। বাকিদের বর্তমান প্রশাসন চাকরি নিয়মিত করণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

বিশ্ব পুষ্টি দিবসে সেমিনার

তিনি বলেন, আমরা উত্তরবঙ্গের মঙ্গা দেখেছি। জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর উন্নয়মূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে উত্তরবঙ্গের মঙ্গাকে জয় করে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, একসময় দেশে প্রতি বছর ৩০ হাজার শিশু রাতকানা রোগে আক্রান্ত হত। ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর ফলে রাতকানা রোগ দেশ থেকে নির্মুল হয়েছে। রাতকানা রোগীর প্রায় ১% এ নেমে এসেছে। এটি সম্ভব হয়েছে ইপিআই সেন্টারের মাধ্যমে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর ফলে। এ কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভ্যাকসিন হিরোতে ভূষিত করেছে আর্ন্তজাতিক সংস্থা। উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য এখন আর গ্রামের মায়ের টিনের কৌটার দুধ বাচ্চাদের খাওয়ানো হয় না। বাচ্চাদের মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। যেসব ওয়ার্কিং মা আছেন, সেসব মারা যদি বাচ্চাদের বুকের দুধ খাওয়ান তবে তারা সুস্থ থাকবে, বেশী কর্মক্ষম থাকবেন।অনুষ্ঠানে প্যানেল বক্তা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ- উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, দ্যা অবস্ট্রিক্যাল এন্ড গাইনোকোলজিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ (ওজিএসবি)'র সভাপতি অধ্যাপক ডা. ফেরদৌসী বেগম বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও সেমিনারে স্পিকার হিসেবে নিউন্যাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সঞ্জয় কুমার দে, ওজিএসবির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডা. গুলশানা আরা বক্তব্য রাখেন।

-ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার মহানুভবতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন হজকিনলিম্ফোমা রোগে আক্রান্ত শ্রাবণ স্ন্যাল সুস্থ হয়ে উঠছেন: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার মহানুভবতা ও সহায়তায় সুস্থ হয়ে উঠছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটের অধিবাসী ১২ বছর বয়সী শ্রাবণ স্ন্যাল। আজ ২০ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)-এর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ তাঁর কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এই তথ্য জানান। এই সময় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, হেমাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ সালাহউদ্দিন শাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু ভিআইপি ব্যক্তিবর্গ নয়, দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের সাধারণ গরীব মানুষেরও খোঁজখবর রাখেন। ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটের অধিবাসী ১২ বছরের বয়সী শিশু শ্রাবণ স্ন্যালকে যে হজকিনলিম্ফোমা রোগে আক্রান্ত তাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিজ উদ্যোগে ও নিজ খরচে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এর উজ্জ্বল ও মহৎ উদাহরণ। শ্রাবণ স্ন্যালকে ভর্তি করানোর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার ম্যাসেঞ্জারে (মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের মোবাইলে) রোগীর ছবি পাঠান ও মোবাইলে কথা বলে তাঁর চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করার কথা জানান। এরপর গত ২৪ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে এক বছরের জ্বর ও গলার ডানপাশে লসিকাগ্রন্থি ফোলা নিয়ে ভোগা শ্রাবণ স্ন্যালকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে হেমাটোলজি বিভাগে অধ্যাপক ডা. মোঃ সালাহউদ্দিন শাহ এর অধীনে ভর্তি করা হয়। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তার হজকিনলিম্ফোমা রোগ নির্ণয় করা হয়। গত ৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখে প্রথম কেমোথেরাপি শুরু হয় এবং বর্তমানে তাঁর চিকিৎসা চলমান আছে। রোগ নির্ণয়ের সময় তাঁর টিউমারের আকার ছিল ৮.৫×৫ সেন্টিমিটার এবং বর্তমানে এর আকার ২×১ সেন্টিমিটার।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৫ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছেন। সেখান থেকে চিকিৎসার জন্য দরিদ্র রোগীদের জন প্রতি ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ফান্ড থেকেও দরিদ্র রোগীদের সহায়তা করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, সমাজের বিত্তবানরা ও ব্যাংকগুলোর সোস্যাল রেসপনসিবিলিটির অংশ হিসেবে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ ও রোগী কল্যাণ ফান্ডে আর্থিক সহায়তা প্রদানে এগিয়ে আসলে আরো বেশি সংখ্যক দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদান নিশ্চিত করা যাবে। উল্লেখ্য, শ্রাবণ স্ন্যাল এখন শহীদ আব্দুল জব্বার স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। তাঁর বাবা খোকন আরেং কৃষি কাজ করেন এবং তাঁর মা নীলিমা স্ন্যাল একজন গৃহিনী।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তাসহ ৩৫ জনকে উচ্চতর গ্রেডে উন্নীত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) শিক্ষক, কনসালট্যান্ট, মেডিক্যাল অফিসার, চিকিৎসক, কর্মকর্তাসহ মোট ৩৫ জনকে উচ্চতর বিভিন্ন গ্রেডে উন্নীত করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ এপ্রিল ২০২২ খ্রিঃ) সকাল ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ ডা. মিল্টন হলে উচ্চতর গ্রেডে উন্নীতকরণের চিঠি উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেন।

এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন সকলকে সমান চোখে দেখে। সবার কাজের মূল্যায়ন করে। দীর্ঘদিন ধরে যারা একই গ্রেডে কাজ করেছেন আমরা তাদেরকে উচ্চতর গ্রেডে উন্নীত করেছি। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন সিদ্দিক, সহকারী প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারুক হোসেন, সার্জিক্যাল অনকোলোজী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ রাসেল, উপ-রেজিস্ট্রার সহকারী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ২৫তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপিত

'চিকিৎসাসেবা, গবেষণায় আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করাসহ দেশেই রোগীদের সব ধরণের চিকিৎসা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার'

চিকিৎসাসেবা, চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণায় আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করাসহ দেশের রোগীদের চিকিৎসার জন্য যাতে দেশের বাইরে যেতে না হয় এবং রোগীদের সকল ধরণের রোগের উন্নত চিকিৎসাসেবা যাতে দেশেই নিশ্চিত করা যায় সেই অঙ্গীকার নিয়ে জাতির পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত দেশের প্রথম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়' এর ২৫তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ও ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। আজ শনিবার ৩০ এপ্রিল ২০২২ইং তারিখ, সকাল সাড়ে ৮টায় দিবসটি উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বি ব্লকে স্থাপিত স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ, জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন, সি ব্লকে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণসহ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। কর্মসূচির শুরু হয় ক্যাম্পাসে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে। এরপর জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলনের পর একটি শোভাযাত্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি- ব্লকের সামনে থেকে শুরু হয়ে বটতলা, টিএসসি, বেসিক সাইন্স ভবন, ডি ব্লক, সি ব্লক প্রদক্ষিণ করে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে গিয়ে শেষ হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে এসব কর্মসূচি পালিত হয়।

এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পর জাতির জনকের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে ১৯৯৮ সালে জাতির পিতার নামে আজকের এই দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। আজকের দিনে সবার শপথ নিতে হবে, যে যার কাজ সততার সাথে করবো। সততা ও দক্ষতার সাথে নিরলস পরিশ্রম করে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্ন্তজাতিক মানে উন্নীত করতে হবে। শিক্ষার মান আরো বাড়াতে হবে। গবেষণার মানও বৃদ্ধি করতে হবে। সেবার মান আগের থেকে যেমন করে করোনার সময় বৃদ্ধি করতে পেরেছি ঠিক তেমন করে আরও বৃদ্ধি করতে হবে। চিকিৎসা ব্যবস্থা এমন করতে হবে যাতে দেশের বাইরে কাউকে চিকিৎসা নিতে না যেতে হয়। বিশ্বের সর্বাধুনিক অপারেশনের ব্যবস্থাপনা করার জন্য প্রয়োজনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতও উন্নত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। আমাদের এখানে শিক্ষা গবেষণা ও চিকিৎসার মান বৃদ্ধি করতে পারলে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত শক্তিশালী করা হবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য পরম করুনাময়ের কাছে সবার প্রার্থনা করতে হবে যাতে তিনি দীর্ঘায়ু হন এবং তিনি বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে পারেন।

কর্মসূচিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, ডেন্টাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, শিশু অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. শাহীন আকতার, নার্সিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ডা. স্বপন কুমার তপাদার, ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ ফারুক হোসেন প্রমুখসহ সম্মানিত ডিনবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক : ডাঃ এস এম ইয়ার ই মাহাবুব, **নির্বাহী সম্পাদক :** সুব্রত বিশ্বাস, **নিউজ:** প্রশান্ত মজুমদার, **উপদেষ্টা:** অধ্যাপক ডা. হারিসুল হক, অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল), **ছবি:** সোহেল, আরিফ
প্রকাশক : ডা. স্বপন কুমার তপাদার, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়েবসাইট: www.bsmmu.edu.bd, **ই-মেইল:** mediacell@bsmmu.edu.bd
মুদ্রক : পরশ প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ১৯৩/এ, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০